আজকের কাগজ
18 NOV 1991
তারিখ 18 NOV 1991
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৪

৬৭

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের জন্যে শুধু ছাত্ররাই দায়ী নয়—স্পীকার

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক : "বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর গত ২০ বছরের অধিকাংশ সময় একটি তৃতীয় শক্তি আমাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিলো। আমরা যদি সেই তৃতীয় শক্তিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আবারো আমন্ত্রণ না জানাতে চাই তবে অবশ্যই শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস দমন করতে হবে।"

গতকাল রোববার বিকেলে জাতীয় যাদুঘর মিলনায়তনে গণতান্ত্রিক ফোরাম আয়োজিত "শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসঃ কারণ ও প্রতিকার" শীর্ষক এক মুক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে জাতীয় সংসদের স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী একথাগুলো বলেন। সাবেক প্রধান বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় আলোচনায় অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এম. শামসুল হক ও অধ্যাপক ফজলুল হালিম চৌধুরী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এম. ইন্নাস আলী ও অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক শামস-উল-হক, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক কে.এম. আমিনুল হক। আলোচনা সভায় উদ্বোধনী ভাষণ দেন গণতান্ত্রিক ফোরামের সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান মইন। সভা পরিচালনা করেন রফিকুল ইসলাম জগলু।

স্পীকার শেখ রাজ্জাক আলী তার বক্তৃতায় বলেন, শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাসের জন্যে শুধু ছাত্ররাই দায়ি নয়, শিক্ষকদের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলগুলোও দায়ী। তিনি বলেন, সন্ত্রাস দমনের প্রাথমিক দায়িত্ব অবশ্যই সরকারের। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে, বিরোধী দলসহ শিক্ষক, অভিভাবক সবাই এগিয়ে না এলে এককভাবে সরকারের পক্ষে সন্ত্রাস দমন করা সম্ভব নয়।

সভাপতির ভাষণে বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী ছাত্র ও রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি অনুরোধ জানিয়ে বলেন, আপনারা ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করুন। রাজনৈতিক দলগুলোর লেজুড়বৃত্তি করা থেকে রেহাই দিয়ে ছাত্রদের মুক্ত জ্ঞান চর্চার সুযোগ দিন। আমরা যদি ছাত্র সমাজকে স্বাধীনভাবে এগিয়ে নিতে না পারি তবে সন্ত্রাস বন্ধ হবে না।

অধ্যাপক শামসুল হক বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসে শিক্ষকদের কোনো হাত নেই, একথা আমি বিশ্বাস করি না। কারণ আমি নিজেই শিক্ষকদের রাজনৈতিক নির্মম শিকার। তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র শাখা থাকবে কি না আজ তা নির্ধারণের সময় এসেছে।

অধ্যাপক ফজলুল হালিম চৌধুরী বলেন, এক অপরাহ্নে এক হাজার পুলিশের উপস্থিতিতে এক হাজার রাউন্ড গুলি বর্ষিত হলো। চারটি তরুণ লাশ হলো। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের ব্যাপারে কোনো আলোচনার দরকার নেই। তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর জবর দখলের রাজনীতি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের হাতে অবৈধ অস্ত্র আসে।

অধ্যাপক মোহাম্মদ আলী বলেন, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের হল কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ হলের ছাত্রদের ওপর খুব কম। এর সুযোগে হলে বহিরাগত ও অবৈধ অস্ত্র আসে।